তারিখ ... 24 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩ ...

দৈনিক
আমাদের সময়

শহীদ মিনার থেকে গুলশান সংস্কৃতিকর্মীদের পদযাত্রা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা বেগমান করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

গুলশান ও শোলাকিয়াসহ বিশ্বব্যাপী চলমান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে পদযাত্রা করেছে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। সাত কিলোমিটারের পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সংস্কৃতি ব্যক্তিত্বরা বললেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় সংস্কৃতিচর্চা বৃদ্ধি করতে হবে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে মানবিক সমাজ গঠনে তাদের প্রস্তুত করার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। গতকাল শনিবার 'মানবতা এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) ও স্বদেশ ভাবনায় রুখে দাঁড়াও জঙ্গিবাদ' প্রতিপাদ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বের করা হয় গান-কবিতার মিছিল।

জোটের সাধারণ সম্পাদক হাসান আরিফের সঞ্চালনায় সংগীত পরিবেশন করেন ফকির আলমগীর ও হলি আর্টিজানে নিহত অন্তঃসত্ত্বা নারীর অনাগত সন্তানকে নিবেদন করে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক তারিক সুজাত।

বাউলশিল্পীদের কণ্ঠে 'গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু-মুসলমান' গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সমাবেশ। 'যখন তোমার ভাঙবে ঘুম' গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন উদীচীর নৃত্যশিল্পীরা। কবি শামসুর রাহমানের 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে পদযাত্রাটি শুরু হয়। শহীদ মিনার থেকে শুরু হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি, শাহবাগ মোড়, বাংলামোটর, কাওরানবাজার, এফডিসির মোড়, হাতিরঝিল হয়ে গুলশান-১ নম্বরের পুলিশ প্লাজা কনকর্ড শপিংমলের সামনে গিয়ে শেষ হয় এ পদযাত্রা। পুরো পথজুড়ে মাইকে বাজতে থাকা 'ধনধান্য পুষ্পভরা', 'ভেবো না গো মা, তোমার ছেলেরা', 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না'সহ স্বদেশপ্রেমের বিভিন্ন গানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলাতে থাকেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। গুলশানের পুলিশ প্লাজার সামনে 'আগুনের পরশমনি ছোঁয়াও প্রাণে' গানের সঙ্গে মোমবাতি প্রজ্বালনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ আয়োজন।

পদযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে গোলাম কুদ্দুছ হলি আর্টিজানের হামলায় নিহত বিদেশিদের প্রতি সম্মান জানান এবং তাদের পরিবারের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার বলেন, সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার সঙ্গে যুক্তরা ইংরেজি মাধ্যম ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। এরা বাঙালি সংস্কৃতির আদলে বড় হয়নি। দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতিচর্চা বেগমান করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, দেশের সংস্কৃতির পুনঃজাগরণ তৈরি করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। তারাই জঙ্গিবাদ রুখে দেবে।

সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বলেন, ৩০ লাখ শহীদের দেশে সাম্প্রদায়িকতার কোনো ঠাঁই নেই। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতিকে সঙ্গে নিয়ে মানবিক সমাজ গঠনের সময় এসেছে এখন।